আমাদের সময়

তারিখ ... 08 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 8 ...

নোট-গাইড প্রকাশের সুযোগ না দিলে আন্দোলনের হুমকি

সহায়ক বইয়ের সংজ্ঞা স্পষ্ট করার দাবি বিশিষ্টজনদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

নোট-গাইড প্রকাশের সুযোগ না পেলে আন্দোলন করা হবে বলে হুমকি দিয়েছে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি। খসড়া শিক্ষা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা-উপধারা সংশোধনেরও দাবি তুলেছে সমিতি।

খসড়া শিক্ষা আইনে নোট ও গাইড বইয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে– 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন ব্যতিরেকে যে পুস্তকসমূহে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর আলোকে শুধু বিভিন্ন পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নাবলীর উত্তর লিখা থাকে এবং যাহা অধ্যয়ন করিলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বাধাগ্রস্ত হয়, শিক্ষার্থীরা মূল পাঠে উৎসাহ হারায়।' এমন সংজ্ঞায় আপত্তি তুলে সমিতির নেতৃবৃন্দ আইনে শাস্তির বিধান বাতিলের দাবি জানান। গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সরকারের খসড়া শিক্ষা আইন-২০১৬ এর বিভিন্ন ধারা-উপধারার সমালোচনা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে সংগঠনের সভাপতি আলমগীর সিকদার লোটন বলেন, প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনে নোট ও গাইড বইয়ের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে, সেটাও বাস্তবসম্মত নয়। এ জন্য নোট ও গাইড বইয়ের সংজ্ঞা এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তির যে ধারা আছে, তা বাতিল করতে হবে।

সহায়ক বই প্রকাশ বন্ধ হলে এ শিল্পে জড়িত ছাপাখানা, বই বিক্রেতা ও প্রকাশকরা ক্ষতির সম্মুখীন হবেন বলে সংবাদ সম্মেলনে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়।